165

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 DEC 1998
পৃঃ 7 কলাম ৬

রয়টারস ঃ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে পুলিশ প্রহরায় ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ঢালাও অভিযোগ

জাহাঙ্গীরনগরের পথ ধরে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলংকিত করার চেষ্টা

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলংকিত করার নতুন চেষ্টা শুরু হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনার পথ ধরে উস্কানি দিয়ে সহজে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ঢালাও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে ক্যাম্পাসে যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীর নাম দিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। যাদেরকে ইন্ধন দিচ্ছে কয়েকটি নারীবাদী এনজিওসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অশুভ শক্তি। তারা কথিত যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের নামে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী সকলের সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। এর ফলে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নয়, এবার খোদ শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে নানামুখী প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। এই অবাঞ্ছিত-অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। সব কিছুকে অতিশয় দলীয়করণে অভ্যস্ত প্রশাসন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের আন্দোলনের বিষয়টি মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এই অদায়িত্বশীল আচরণ ক্যাম্পাসে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার মুখে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে তাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষায় এগিয়ে এসেছে। শিক্ষকদের ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করে কলংকিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ফুঁসে উঠেছে। কথিত যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রীরা গতকাল (সোমবার) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করলে প্রতিবাদী সাধারণ ছাত্ররা তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করে। তারা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরপর তিনবার তাদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের কর্মসূচী ভণ্ডুল করে দেয়। কথিত

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

যৌন হয়রানির অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনকারীরা পুলিশী প্রহরায় মিছিল বের করলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মিছিলে ইট পাটকেল ছুঁড়ে; তাদের উপর গণ থু থু নিক্ষেপের মাধ্যমে ঘৃণা প্রকাশ করে। সাধারণ ছাত্রদের পর পর তিন দফা হামলা ও ধাওয়া খেয়ে কথিত আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারা ব্যানার পাল্টে তাদের পৃষ্ঠপোষক নামসর্বস্ব ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের ব্যানারে মিছিল করার চেষ্টা করলেও ছাত্ররা প্রতিরোধ করে। এসব ঘটনায় একজন মহিলা পুলিশ ও ডাকসু সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানকারী গোপাল ইটের আঘাতে আহত হয়। এরপরও আন্দোলনকারীরা আজ (মঙ্গলবার) ক্যাম্পাসে তাদের সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মাঝে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তারা বলছেন, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও ভাবমূর্তি রক্ষায় ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা আরো জোরদার করবে।

তারা বলেন, কথিত আন্দোলন [illegible] মর্যাদা বৃদ্ধি করবে না, বরং তাদের গায়ে কলংক লেপে দেবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্য[illegible]র ছাত্রীরা সেখানকার ছাত্রদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিবেশ নিয়ে জাতির সামনে যেমনি এক ভয়াবহ দুঃখজনক চিত্র ফুটে উঠেছে, সেখানকার ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বৈবাহিক জীবন নি[illegible] যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ছাত্রীদেরকেও একই কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়ার এক ভয়ংকর খেলা শুরু হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের শ্লোগানধারী যে এনজিওরা এ ষড়যন্ত্রে ইন্ধন দিচ্ছে, তারা সমাজের বহুক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে না। উল্টো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘাড়ে মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ এর পরিণাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার সাধারণ [illegible]

ম চেম্বার, ১২৫/এ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-

বিজ্ঞপ্তি

রাববার বেইলী রোডস্থ অফিসার্স ক্লাবে
ভার ঘোষণা মোতাবেক উক্ত বার্ষিক স
াণসহ (কার্ড ও ক্ষেত্র বিশেষ কোম্পানী
খ ও ফলিও নাম্বার অনুযায়ী ৩/সি পু
স সকাল দশ ঘটিকা থেকে দুপুর আড়া
তছে ঃ

৯৯৮ইং ঃ ফলিও নং ১ হইতে ২৩০০০
ম্বর, ১৯৯৮ইং ঃ ফলিও নং ২৩০০১ হ
৯৯ইং ঃ ফলিও নং ৩১০০১ হইতে ৩৮
৯৯ইং ঃ ফলিও নং ৩৮০০১ হইতে ৪৬
৯৯৯ইং ঃ ফলিও নং ৪৬০০১ হইতে ৫